৭

কারেন্ট ইস্যু

মে ২০০৯

এক নজরে

ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ

কারেন্ট ইস্যু

www.currentissuebd.com

৫১-৫১/এ, পুরানা পল্টন
(৭ম তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৭২৩৬
মোবাইল : ০১৯১১৮৯৫৯৬৮
ফ্যাক্স : ৭১৬৪৫৫১
ই-মেইল :
info@currentissuebd.com
currentissuebd@gmail.com

ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ

■ **১. আমেরিকার গৃহযুদ্ধ**
সময়কাল: ১৮৬১-১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: উত্তরাঞ্চলীয় ১১টি রাজ্য ও দক্ষিণাঞ্চলীয় ১১টি রাজ্য।
বিজয়ী: উত্তরাঞ্চলীয় ১১টি রাজ্য, যারা ইউনিয়ন রক্ষার জন্য ছিলো বদ্ধপরিকর।
তথ্য: এ সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন (১৬তম)।

■ **২. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ**
সময়কাল: ১৭৭৬-১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: আমেরিকা ও ব্রিটেন।
বিজয়ী: আমেরিকা।
তথ্য: আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক ছিলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন। অবশ্য ১৭৮০ সালে সম্পাদিত প্রথম ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

■ **৩. আফিম যুদ্ধ**
সময়কাল: ১৮৩৯-১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: ব্রিটেন ও চীন।
বিজয়ী: ব্রিটেন।
তথ্য: বিদেশী বণিকরা চীনে এসে নানা প্ররোচনা দিয়ে চীনবাসীকে অতিরিক্ত মাত্রায় আফিম সেবনের কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তোলে। এ কারণে চীন সরকার দেশে আফিম আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং ক্যান্টনে ইংরেজদের প্রচুর আফিম নষ্ট করে ফেলে। ফলে ইংরেজ ও চীনাদের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

■ **৪. আরব- ইসরাইল যুদ্ধ**

● **প্রথম আরব- ইসরাইল যুদ্ধ**
সময়কাল: ১৯৪৮-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ।

বিশ্বের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলো বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ৬ বছরব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক লোক মিলে প্রায় ৫ কোটি ৪৮ লাখ মারা যায়। এর মধ্যে চীনে সবচেয়ে বেশি বেসামরিক লোক নিহত হয়। যার পরিমাণ ৭৮ লাখ।

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল যুদ্ধ

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল যুদ্ধ হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেসব যুদ্ধের ব্যয় একত্রিত করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যয়ের সমান হবে না।

যুদ্ধরত দল: ইসরাইল ও আরব দেশসমূহ।
বিজয়ী: ইসরাইল।
তথ্য: ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী বাহিনী ও ইসরাইলিদের মধ্যকার যুদ্ধই আরব- ইসরাইল যুদ্ধ নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ
সময়কাল: ১৯৫৬ ও ১০ জুন, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: ইসরাইল ও মিশর।
তথ্য: ১৯৫৬ সালে মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

চতুর্থ আরব- ইসরাইল যুদ্ধ
সময়কাল: ৬-২৪ অক্টোবর, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: ইসরাইল ও মিশর, সিরিয়া, জর্ডান।
বিজয়ী: ইসরাইল।
তথ্য: সুয়েজ খালের পার্শ্ববর্তী জায়গা দখল ও গোলান মালভূমিকে দখল করা নিয়ে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

■ **৫. ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ**
সময়কাল: ১৬৪২-১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: ইংল্যান্ডের আইনসভা ও প্রথম চার্লস।
বিজয়ী: আইনসভা।

■ **৬. ইরান– ইরাক যুদ্ধ**
সময়কাল: ১৯৮০- ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: ইরান ও ইরাক।
বিজয়ী: জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
তথ্য: শাত-ইল আরবের জলধারাকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

■ **৭. ইরাক– কুয়েত যুদ্ধ**
সময়কাল: ২ আগস্ট, ১৯৯০- ৫ মার্চ, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: ইরাক ও কুয়েত।
তথ্য: জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইরাক কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে।

■ **৮. ইরাক যুদ্ধ**
সময়কাল: ১০ মার্চ, ২০০৩- ১ মে, ২০০৩।

বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ হলো বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। পবিত্র ভূমি "জেরুজালেম"কে মুসলমানদের অধিকার থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য ইউরোপের খ্রিস্টানশক্তি সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সমগ্র আরব বিশ্বের দেশগুলো খ্রিস্টানদের সাথে এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যা বিশ্ব ইতিহাসে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। প্রায় ৩০০ বছরব্যাপী খ্রিস্টানরা মুসলামানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করে।

যুদ্ধরত দল: ইরাক ও ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী।
বিজয়ী: যুক্তরাষ্ট্র।
তথ্য: জীবাণু অস্ত্র রাখার অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে এ যুদ্ধ পরিচালনা করে।

■ ৯. ইয়ারমুকের যুদ্ধ
সময়কাল: ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ (১৩ মার্চ)।
যুদ্ধরত দল: খলিফা আবু বকরের (রা) নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ও বাইজান্টাইন বাহিনী।
বিজয়ী: মুসলিম বাহিনী।
তথ্য: ইয়ারমুকের যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমেই আরবদের পক্ষে বহির্বিশ্বের বিজয় অভিযান পরিচালনার পথ উন্মুক্ত হয়।

■ ১০. ওহুদ যুদ্ধ
সময়কাল: ৬২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ।
যুদ্ধরত দল: মুসলিম বাহিনী ও কুরাইশ বাহিনী।
বিজয়ী: কুরাইশ বাহিনী।
তথ্য: বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে কুরাইশরা এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। এ যুদ্ধে মুসলমানরা *নেতার আদেশ মান্য করার প্রয়োজনীয়তা এবং শৃঙ্খলার গুরুত্ব সম্বন্ধে চরম শিক্ষালাভ করে।

■ ১১. উষ্ট্রের যুদ্ধ
সময়কাল: ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর।
যুদ্ধরত দল: হযরত আলী (রা) ও হযরত আয়েশা (রা), হযরত তালহা ও হযরত যুবায়েরের (রা) বাহিনী।
বিজয়ী: হযরত আলী (রা)-এর বাহিনী।
তথ্য: হযরত উসমান (রা) হত্যার বিচারকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এটি মুসলমানদের প্রথম গৃহযুদ্ধ নামে পরিচিত।

■ ১২. উপসাগরীয় যুদ্ধ
সময়কাল: ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাক।
বিজয়ী: যুক্তরাষ্ট্র।

বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ
ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সংঘটিত শত বছরব্যাপী যুদ্ধ ইতিহাসে বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘস্থায়ীযুদ্ধ নামে খ্যাত।

বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ
বিশ্বের যে যুদ্ধে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ হয়েছিল সে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল তুরস্কে। তুর্কি সেনাপতি ইসমাইল ২৬ বছর "সেন্টার" শহরকে অবরোধ করে রাখেন।

■ **১৩. ওয়াটার লুর যুদ্ধ**
সময়কাল: ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স, রাশিয়া, সুইডেন, স্পেন।
বিজয়ী: অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন।
তথ্য: এ যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হওয়ায় তাকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

■ **১৪. কোরিয়া যুদ্ধ**
সময়কাল: ১৯৫০-১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া।
তথ্য: জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় এ যুদ্ধের অবসান ঘটে। উল্লেখ্য, ১৯৪৩ সালে উত্তর কোরিয়ায় রুশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সৈন্যদল প্রবেশ করে ৩৮° অক্ষরেখা বরাবর কোরিয়াকে উত্তর- দক্ষিণে বিভক্ত করে দেয়ায় এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে রাশিয়া উত্তর কোরিয়াকে এবং যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করে।

■ **১৫. কলিঙ্গ যুদ্ধ**
সময়কাল: ২৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।
যুদ্ধরত দল: সম্রাট অশোক ও কলিঙ্গরাজ।
বিজয়ী: কলিঙ্গরাজ।
তথ্য: এ যুদ্ধে প্রায় ১ লক্ষ সৈন্য মারা যায়। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিচলিত হয়ে অশোক যুদ্ধ ত্যাগ করেন।

■ **১৬. ক্রিমিয়ার যুদ্ধ**
সময়কাল: ১৮৫৪-১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: রাশিয়া ও তুরস্কের নেতৃত্বে ব্রিটেন ও ফ্রান্স।
বিজয়ী: তুরস্কের নেতৃত্বে ব্রিটেন ও ফ্রান্স।
তথ্য: তুরস্কের খ্রিস্টানদের রক্ষার দায়িত্ব রাশিয়ার জার কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার ঘোষণা ছিল এ যুদ্ধের কারণ।

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ

১৮৯৬ সালের ২৭ আগস্ট জাঞ্জিবারের সুলতান সৈয়দ খালিদ ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ। এ যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল ছিল মাত্র ৩৮ মিনিট। সৈয়দ খালিদ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি এ্যাডমিরাল স্যার হেরিসন তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে জাঞ্জিবার বন্দরসংলগ্ন সুলতানের রাজপ্রাসাদ অবরোধ করেন এবং সুলতানকে আত্মসমর্পণ করতে আহবান জানান। কিন্তু সুলতান সে আহবানে সাড়া না দিয়ে রাজ প্রাসাদেই আত্মগোপন করে থাকেন। এ সময় ব্রিটিশ বাহিনী যুদ্ধজাহাজ থেকে প্রাসাদ অভিমুখে কামানের গোলা বর্ষণ শুরু করলে মাত্র ৩৮ মিনিটের মাথায় জাঞ্জিবারের সুলতান পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করেন।

■ **১৭. ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ**

সময়কাল: ১০৯৫-১২৭১ খ্রিস্টাব্দ।

যুদ্ধরত দল: মুসলমান ও ইউরোপের খ্রিস্টানরা।

বিজয়ী: মুসলমানরা।

তথ্য: হযরত মুসা (আ), হযরত দাউদ (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর স্মৃতিবিজড়িত এবং মহানবী (সা)-এর মিরাজ গমনের স্থান হিসেবে 'জেরুজালেম' মুসলমানদের নিকট পবিত্র। অন্যদিকে যীশুখ্রিস্টের জন্মভূমি হিসেবেও তা খ্রিস্টানদের নিকট পবিত্র স্থান। ফলে মুসলমানদের হাত থেকে 'জেরুজালেমকে' কেড়ে নেয়ার জন্য ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত যে অভিযান চালায় তা ইতিহাসে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, ক্রুসেড পরিচালনা করেন গডফ্রে।

■ **১৮. কাদেসিয়ার যুদ্ধ**

সময়কাল: ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ।

যুদ্ধরত দল: খলিফা ওমর (রা) কর্তৃক প্রেরিত মুসলিম বাহিনী ও পারস্য বাহিনী।

বিজয়ী: মুসলিম বাহিনী।

তথ্য: এ যুদ্ধে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) অসুস্থ অবস্থায় রোগশয্যা হতে সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন। অন্যদিকে মহাবীর রুস্তম ময়দান হতে পালাতে গিয়ে নিহত হয়।

■ **১৯. কারবালার যুদ্ধ**

সময়কাল: ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ।

যুদ্ধরত দল: ইমাম হুসাইন ও মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযিদ বাহিনী।

বিজয়ী: ইয়াযিদ বাহিনী।

তথ্য: কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলিম জগত শিয়া-সুন্নী নামে দুটি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে যায়।

পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর দু দেশের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর নিয়ে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হলে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। আবার ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে দু' দেশের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ বাধলে রাশিয়ার মধ্যস্থতায় 'তাসখন্দ' চুক্তির মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর ১৯৭১ সালে আবার দু'দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ১৯৭২ সালে 'সিমলা' চুক্তির মাধ্যমে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

■ ২০. খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধ
সময়কাল: ৬২৭ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: মুসলিম বাহিনী ও কুরাইশ বাহিনী।
বিজয়ী: মুসলিম বাহিনী।
তথ্য: হযরত সালমান ফারসীর (রা) পরামর্শে মুহাম্মদ (সা) মদিনার উন্মুক্ত দিকে এক পরিখা খনন করেন।

■ ২১. খায়বার যুদ্ধ
সময়কাল: ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: মুসলিম বাহিনী এবং ইহুদী বনু নযীর গোত্র ও বনু গাতফান গোত্র।
বিজয়ী: মুসলিম বাহিনী।
তথ্য: খায়বার অভিযান ছিলো ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আক্রমণাত্মক অভিযান।

■ ২২. চীন- ভারত যুদ্ধ
সময়কাল: ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: চীন ও ভারত।
বিজয়ী: চীন।

■ ২৩. চীন– জাপান যুদ্ধ

প্রথম চীন– জাপান যুদ্ধ
সময়কাল: ১৮৯৪-১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: চীন ও জাপান।
বিজয়ী: জাপান।
তথ্য: কোরিয়ার প্রশ্নে জাপানের সঙ্গে চীনের এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় চীন– জাপান যুদ্ধ
সময়কাল: ১৯৩১-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: চীন ও জাপান।
বিজয়ী: জাপান।
তথ্য: মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়।

তৃতীয় চীন– জাপান যুদ্ধ
সময়কাল: ১৯৩৭-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: চীন ও জাপান।
বিজয়ী: চীন।

■ ২৪. চিনিওয়ালার যুদ্ধ
সময়কাল: ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: ইংরেজ ও শিখ।
বিজয়ী: ইংরেজ।

■ ২৫. ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধ
সময়কাল: ১৬১৮-১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: ফ্রান্স, সুইডেন ও ডেনমার্ক কর্তৃক সমর্থিত প্রোটেস্ট্যান্ট জার্মান রাষ্ট্রের সাথে স্পেন ও অস্ট্রেলিয়ার হাপসবার্গ পরিবারবর্গ ও ক্যাথলিকদের সংঘর্ষ হয়।
তথ্য: ওয়েস্টফালিয়ার শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ যুদ্ধের ফলে ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃতি লাভ করে এবং সুইজারল্যান্ড স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হয়।

■ ২৬. তরাইনের যুদ্ধ

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ

সময়কাল: ১১৯১ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: পৃথ্বীরাজ চৌহান ও মুহাম্মদ ঘোরি।
বিজয়ী: পৃথ্বীরাজ চৌহান।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ

সময়কাল: ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: পৃথ্বীরাজ চৌহান ও মুহাম্মদ ঘোরি।
বিজয়ী: মুহাম্মদ ঘোরি।
তথ্য: ভারতীয় উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

■ ২৭. তালিকোটার যুদ্ধ

সময়কাল: ১৫৬৪-১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: হুসেন নিজাম শাহ ও বিজয় নগরের রাম রাজা।
বিজয়ী: হুসেন নিজাম শাহ।

■ ২৮. তাবুক যুদ্ধ

সময়কাল: ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: মুসলিম বাহিনী ও রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বাহিনী।
বিজয়ী: মুসলিম বাহিনী।
তথ্য: এ যুদ্ধে হেলাল ইবনে উমাইয়া, মুরারা ইবনে রবিয়া এবং কাব ইবনে মালিক (রা) এ তিনজন সাহাবী কোনো কারণ ছাড়াই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন। কোনো রকম যুদ্ধ ও সংঘর্ষ ছাড়াই মুসলিম বাহিনী এ যুদ্ধে জয়লাভ করে।

■ ২৯. ট্রাফালগরের যুদ্ধ

সময়কাল: ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেন।
বিজয়ী: ইংল্যান্ড।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব

আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয়। পতন অনিবার্য হয়ে ওঠায় ইরানের শাহ পাহলভী আগেই দেশ ছেড়ে বাহামায় পালিয়ে যান। রেজা শাহ পাহলভী ১৯৫২ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বস্ত মার্কিন মিত্র। যুক্তরাষ্ট্র তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করলেও জনগণের সফল অভ্যুত্থানের মুখে তা ব্যর্থ হয়।

■ ৩০. নীলনদের যুদ্ধ
সময়কাল: ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স।
বিজয়ী: ইংল্যান্ড।

■ ৩১. পানি পথের যুদ্ধ

পানি পথের প্রথম যুদ্ধ
সময়কাল: ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: সম্রাট বাবর ও ইব্রাহিম লোদী।
বিজয়ী: সম্রাট বাবর।
তথ্য: এ যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ
সময়কাল: ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: বৈরাম খাঁ (আকবরের সেনাপতি) ও হিমু।
বিজয়ী: বৈরাম খাঁ।
তথ্য: এ যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের আশা নির্মূল হয়।

পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ
সময়কাল: ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: আহমদ শাহ্ আবদালী ও মারাঠারা।
বিজয়ী: আহমদ শাহ্ আবদালী।
তথ্য: এ যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়।

■ ৩২. পলাশীর যুদ্ধ
সময়কাল: ২৩ জুন, ১৭৫৭।
যুদ্ধরত দল: লর্ড ক্লাইভ (ইংরেজ বাহিনী) ও সিরাজ-উদ-দৌলা।
বিজয়ী: লর্ড ক্লাইভ।
তথ্য: এ যুদ্ধের ফলে ভারতে ব্রিটিশ রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম হলেও বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়।

ফরাসি বিপ্লব

১৭৮৯ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের নানা উত্তাল ঘটনাধারা ফরাসি বিপ্লব নামে ইতিহাসবদ্ধ হয়ে আছে। এই বিপ্লবের ফলে ফরাসি দেশে সামন্ত যুগের পুরনো বিধি বিধান পাল্টে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে এবং রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, পুরোহিততন্ত্রের সম্মিলিত সামাজিক আধিপত্যের অবসান ঘটে। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার, রুশো'র স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের বাণীতে বিপ্লবী জনগণ আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হয়। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও দখলের মাধ্যমে জনগণের বিপ্লবী অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হয়।

■ ৩৩. বিশ্বযুদ্ধ

◐ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

সময়কাল: ২৮ জুন, ১৯১৪-১১ নভেম্বর, ১৯১৮।

অক্ষশক্তি: জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি।

মিত্রশক্তি: রাশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন।

বিজয়ী: মিত্রশক্তি।

যুদ্ধের কারণ: অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্ডিনেন্ডকে হত্যা করলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করে। ফলে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

◐ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

সময়কাল: ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯– ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।

অক্ষশক্তি: জাপান, জার্মানি ও ইতালি।

সহযোগী: হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়া।

মিত্রশক্তি: যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।

বিজয়ী: মিত্রশক্তি।

যুদ্ধের কারণ: ১৯১৯ সালের অযৌক্তিক কারণ, ভার্সাই চুক্তি, ফ্রান্সের অসৌজন্যমূলক আচরণ, জার্মানিতে নাৎসি পার্টির আবির্ভাব, ভার্সাই চুক্তিতে ইতালির অসন্তুষ্টি, জাপানের সম্প্রসারণ নীতি এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ। উল্লেখ্য, হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

■ ৩৪. বক্সারের যুদ্ধ

সময়কাল: ২২ অক্টোবর, ১৭৬৪।

যুদ্ধরত দল: ইংরেজ ও মুঘল সম্রাট শাহ আলম, নবাব সুজাউদ্দৌলা ও নবাব মীর কাশিম- এর নেতৃত্বে ত্রিপক্ষীয় যৌথবাহিনী।

বিজয়ী: ইংরেজ।

রুশ বিপ্লব

১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর রাশিয়ার পেত্রগ্রাদ শহরে শ্রমিক-সৈনিক-নাবিকের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ইতিহাসে রুশ বিপ্লব বা অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নামে পরিচিত হয়ে আছে। তৎকালে রাশিয়ার অনুসৃত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দিনটি ছিল ২৫ অক্টোবর। তাই একে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও বলা হয়। জারশাসিত রাশিয়ার এই বিপ্লব বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণী ও সামন্ত জমিদারদের শাসন উৎখাত করে প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিক কৃষকের রাজ। এ বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল লেনিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সংখ্যাগুরু 'বলশেভিক' অংশ।

■ ৩৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
সময়কাল: ২৬ মার্চ, ১৯৭১-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
যুদ্ধরত দল: পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।
বিজয়ী: বাংলাদেশ।

■ ৩৬. বলকান যুদ্ধ
সময়কাল: ১৯১২-১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: তুরস্ক ও বুলগেরিয়া, সার্বিয়া।
বিজয়ী: বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া।
তথ্য: তুরস্কের ইউরোপীয় ভূখণ্ড দখলের জন্য বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া যে অভিযান পরিচালনা করে ইতিহাসে তা বলকান যুদ্ধ নামে পরিচিত।

■ ৩৭. বদর যুদ্ধ
সময়কাল: ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ।
যুদ্ধরত দল: মুসলিম বাহিনী ও কুরাইশ বাহিনী।
বিজয়ী: মুসলিম বাহিনী।
তথ্য: এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম একটি যথার্থ রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

■ ৩৮. ভিয়েতনাম যুদ্ধ
সময়কাল: ১৯৫৬-১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম।
বিজয়ী: উত্তর ভিয়েতনাম।
তথ্য: যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে এবং রাশিয়া উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষে এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

■ ৩৯. মার্কিন-আফগান যুদ্ধ
সময়কাল: ১০ অক্টোবর, ২০০১ – ৭ ডিসেম্বর, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: যুক্তরাষ্ট্র ও আফগানিস্তান।
বিজয়ী: যুক্তরাষ্ট্র।

চীনা বিপ্লব

১৯১২ সালে সান ইয়াৎ সেন-এর কুওমিন্টাং দলের নেতৃত্বে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি অপর প্রধান দল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে কুওমিন্টাং নেতা চিয়াং কাইশেক ১৯২৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে কমিউনিস্টদের দমনে জোর তৎপরতা শুরু করেন। ১৯৩৪ সালে অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট নেতা মাও সেতুং- এর বাহিনী ঐতিহাসিক লং মার্চ বা দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু করে। মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তি সংহত করে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে আবার আক্রমণ শুরু করে। এ আক্রমণের মুখে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং তাইওয়ানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ৯ অক্টোবর পিকিংয়ের (বর্তমান বেইজিং) বিশাল সমাবেশে মাও সেতুং বিপ্লবের বিজয় ঘোষণা করেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী চীন।

■ ৪০. মেক্সিকো-আমেরিকান যুদ্ধ
সময়কাল: ১৮৪৬-১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: আমেরিকা ও মেক্সিকো।
বিজয়ী: আমেরিকা।

■ ৪১. রাশিয়া-জাপান যুদ্ধ
সময়কাল: ১৯০৪-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: জাপান ও রাশিয়া।
তথ্য: আমেরিকার মধ্যস্থতায় যুদ্ধ শেষ হয়। উল্লেখ্য, রাশিয়া কর্তৃক পোর্ট আর্থার দখলকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ শুরু হয়।

■ ৪২. রিদ্দার যুদ্ধ
সময়কাল: ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: খলিফা আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ও ভণ্ড নবী মুসায়লামাতুল কাজ্জাব, সাজাহ ও তুলাইহার বাহিনী।
বিজয়ী: মুসলিম বাহিনী।

■ ৪৩. শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ
সময়কাল: ১৩৩৮-১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: ফ্রান্স ও ব্রিটেন।
বিজয়ী: ফ্রান্স।
তথ্য: ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সিংহাসন দাবি করলে যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকে বিশ্বের ইতিহাসে তা "শতবর্ষের যুদ্ধ" নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনী পরিচালনায় 'জোয়ান অব আর্ক' নামের এক গ্রাম্য কুমারী অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

■ ৪৪. ম্যারাথন যুদ্ধ
সময়কাল: ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।
যুদ্ধরত দল: পারস্য ও গ্রিস।
বিজয়ী: গ্রিস।

■ ৪৫. মুতার যুদ্ধ
সময়কাল: ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ।
যুদ্ধরত দল: মুসলিম বাহিনী ও রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বাহিনী।
বিজয়ী: মুসলিম বাহিনী।

এক নজরে বিশ্বের যুদ্ধবিমানসমূহ

সামরিক বিমানের নাম	দেশ
মিগ-২১	রাশিয়া
মিগ-২৯	রাশিয়া
টর্নেডো	যুক্তরাজ্য-জার্মানি
এফ-১০৪ স্টার ফাইটার	যুক্তরাষ্ট্র
ফুগা ম্যাজিস্টার	ফ্রান্স
সি হ্যারিয়ার	যুক্তরাজ্য
ফ্যান্টম	যুক্তরাষ্ট্র

সামরিক বিমানের নাম	দেশ
মিরেজ ২০০০	ফ্রান্স
এস ইউ-৭	রাশিয়া
বি-১	যুক্তরাষ্ট্র
এফ-১৬ (ফ্যালকন বিমান)	যুক্তরাষ্ট্র-ফ্রান্স
এফ-১১১	যুক্তরাষ্ট্র
হক বিমান	অস্ট্রিয়া

তথ্যঃ এ যুদ্ধে যায়েদ ইবনে হারেসা (রা), জাফর ইবনে আবু তালেব (রা), আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)সহ ১২ জন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন। অসীম বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য মুহাম্মদ (সা) খালিদ বিন ওয়ালিদকে 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর তরবারি উপাধিতে ভূষিত করেন।

■ **৪৬. সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ**

সময়কালঃ ১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

যুদ্ধরত দলঃ ব্রিটেন, প্রুশিয়া, হ্যানোভা ও অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, রাশিয়া।

বিজয়ীঃ ব্রিটেন, প্রুশিয়া, হ্যানোভা।

তথ্যঃ সাইলেসিয়ার অধিকারকে কেন্দ্র করে প্রুশিয়ার ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট ও অস্ট্রিয়ার রানী মেরিয়া টেরেসার মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা 'সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

■ **৪৭. সিফফিনের যুদ্ধ**

সময়কালঃ ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

যুদ্ধরত দলঃ হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনী।

বিজয়ীঃ মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনী।

তথ্যঃ এ যুদ্ধের মাধ্যমে খারেজীদের উৎপত্তি হয় এবং খারেজীদের হাতেই হযরত আলী (রা) শাহাদাতবরণ করেন।

■ **৪৮. হলদিঘাটের যুদ্ধ**

সময়কালঃ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

যুদ্ধরত দলঃ আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ও রানা প্রতাপ সিংহ।

বিজয়ীঃ আকবরের সেনাপতি মানসিংহ।

■ **৪৯. হুনাইনের যুদ্ধ**

সময়কালঃ ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ।

যুদ্ধরত দলঃ মুসলিম বাহিনী ও তায়েফের হাওয়াযেন ও সাকীফ গোত্রদ্বয়।

বিজয়ীঃ মুসলিম বাহিনী।

তথ্যঃ এ যুদ্ধের মাধ্যমে আরব ভূমি মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ দখলে আসে।

এক নজরে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ

দেশ	ক্ষেপণাস্ত্রের নাম
যুক্তরাষ্ট্র	টোমাহক, প্যাট্রিয়ট, জিবিইউ-২৮/বি
ইরাক	স্কাট
রাশিয়া	জেনিথ
ইরান	হাতফ
সিরিয়া	স্কাড-বি
ইসরাইল	জেরিকো

দেশ	ক্ষেপণাস্ত্রের নাম
দক্ষিণ কোরিয়া	হিয়োনু
উত্তর কোরিয়া	নডং, টেপোডং
পাকিস্তান	ঘোরি, শাহীন, আবদালি, গজনভি
ভারত	অগ্নি-১, অগ্নি-২, পৃথ্বী, নাগ, আকাশ, ত্রিশূল, সাগরিকা, পিনাক, হ্যাফট পিত্রসএলটি

বিদেশে উচ্চ শিক্ষা .....

UK, CYPRUS
CANADA, SWEDEN

-এ

ভর্তি হয়ে সৎ ও দক্ষ কাউন্সিলরের
সহযোগিতা নিয়ে আপনার
ভিসা নিশ্চিত করুন

BSC

২৯/১/এফ দৈনিক বাংলা মোড় (৪র্থ তলা), মতিঝিল, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৫৬৭৯০৭
মোবাইল ঃ ০১৭১১৯৭৯৬৭৪, ০১৭১২২৯২৮৬২
hamidbsc_bd@yahoo.com